আমাদের সময়

তারিখ ... 14 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ

ম্যানেজিং কমিটি পরীক্ষা নিতে পারবে না

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতির মাধ্যমে চলে ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার। ফলে মেধাবী শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিষ্ঠান। অযোগ্য-দুর্বল মেধার শিক্ষক দিয়ে চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। শিক্ষক নিয়োগে এসব দুর্নীতি রোধে আসছে নতুন নিয়োগ পদ্ধতি। এতে নিয়োগপ্রত্যাশীদের পরীক্ষা নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির। সরকারিভাবেই পরীক্ষা নিয়ে বাছাই তালিকা তৈরি করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ওই বাছাই তালিকা থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেবে। এ সংক্রান্ত একটি বিধিমালা শিগগির প্রকাশ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে মাস্টার্স শ্রেণি স্তরে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার এ পদ্ধতি প্রবর্তন করছে। এটি প্রবর্তিত হলে ঘুষ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রবণতা অনেকটাই বন্ধ হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে বলেন, এখন মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করাই চ্যালেঞ্জ। এর প্রথম হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই হচ্ছে বেসরকারি, আর সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আর্থিক লেনদেনসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ আছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ এবং এ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আমরা একটি বিধিমালা তৈরি করেছি। কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি এই মেধাতালিকার

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

ম্যানেজিং কমিটি পরীক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ভিত্তিতে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। জানা গেছে, একজন প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক এই তিন পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। গত বছর পর্যন্ত একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হতো। তখন প্রার্থীরা এমসিকিউ এবং বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা একই সঙ্গে দিতেন। চলতি বছর আলাদা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এতে পাস করলে বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়।

নতুন পদ্ধতিতে এ দুটির সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্তন করা হবে। উল্লিখিত দুটি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তিন পরীক্ষায়ই পাস নম্বর ৪০ নম্বর। তবে চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা মৌখিক পরীক্ষার পর যে তালিকা প্রণীত হবে তাতে স্থান পেতে কেবল ৪০ নম্বর পেলে হবে না। কেননা এ তালিকা করা হবে বিষয়ের শূন্যপদের বিবেচনায়। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হবে।

মেধাতালিকা প্রণীত হবে বিষয়ভিত্তিক। এজন্য প্রতি বছর অক্টোবরের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা থেকে শূন্যপদের তালিকা নেবেন। নভেম্বরের মধ্যে সেই তালিকা জেলায় পাঠাতে হবে। এরপর ওই তালিকা ঢাকায় জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) দপ্তরে পাঠাতে হবে। এ তালিকা হবে এলাকা (উপজেলা), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিষয়ভিত্তিক। এনটিআরসিএ বিষয়ভিত্তিক ও উপজেলায় শূন্যপদ উল্লেখ করে বিসিএসের মতো করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। বিষয়ভিত্তিক ও জাতীয় মোট শূন্যপদের মোট সংখ্যার ২০ শতাংশ বেশি প্রার্থীকে উপযুক্ত ঘোষণা করে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। সেক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে সারা দেশে ১০০ পদ শূন্য থাকলে মোট ১২০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ওই তালিকার মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।